জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

রদবদলেও কাটেনি সংকট

আলী হাসান মর্তুজা, *জাবি* ●

অভ্যুত্থানের পর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনে আসে বড় ধরনের রদবদল। শিক্ষার্থী স্বার্থসংশ্লিষ্ট আন্দোলনে সক্রিয় থাকা অধ্যাপক মোহাম্মদ কামরুল আহসানসহ বেশ কিছু শিক্ষার্থীবান্ধব শিক্ষক প্রশাসনের দায়িত্ব পান। ক্যাম্পাসের দীর্ঘদিনের নানা সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন কমিটি গঠন ও কিছু উদ্যোগ নেওয়া হলেও বাস্তব চিত্রে খুব বেশি পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না।

অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা, অনির্বাচিত সিনেট, শিক্ষক প্রতিনিধিহীন সিন্ডিকেট, সেশনজট, গবেষণায় স্থবিরতা, শিক্ষক ও ক্লাসরুম সংকট, পুরনো গ্রন্থাগার ও ল্যাব ব্যবস্থা, সনাতন দাপ্তরিক পদ্ধতি, বিচারহীনতা, জরাজীর্ণ পরিবহন ব্যবস্থা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও অপর্যাপ্ত জনবল– এসব সমস্যা আগের মতোই রয়ে গেছে। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, হলের নাম পরিবর্তন ও কিছু বিতর্কিত নীতিমালা প্রণয়ন ছাড়া দৃশ্যমান উন্নয়ন নেই।

- সেশনজট, শিক্ষক ও ক্লাসরুম সংকট অব্যাহত
- দ্রুত সমাধানের আশ্বাস প্রশাসনের

তাজউদ্দীন হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক বোরহান উদ্দিন বলেন, নিরাপত্তা অফিস, বিভাগ ও আবাসিক হলে তীব্র জনবল সংকট রয়েছে। বিভাগগুলোতে পর্যাপ্ত শিক্ষক ও ক্লাসরুম না থাকায় সামগ্রিকভাবে সংকটের মধ্যেই কার্যক্রম চলছে।

শিক্ষার্থীদের তথ্য অনুযায়ী, চারুকলা, ফার্মেসি, আইআইটি, ইংরেজি ও পরিবেশ বিজ্ঞানসহ অন্তত ১৩টি বিভাগে সেশনজট রয়েছে। এর পেছনে শিক্ষকদের অনিয়মিত ক্লাস নেওয়া, অভ্যন্তরীণ রাজনীতি, ক্লাসরুম ও ল্যাব সংকট এবং শিক্ষক স্বল্পতা বড় কারণ হিসেবে দেখা হচ্ছে। পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নে দেরি হওয়ায় ফল প্রকাশেও বিলম্ব হচ্ছে। ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদের চার বিভাগ, আইন ও ইংরেজি বিভাগে পর্যাপ্ত ক্লাসরুম না থাকায় খোলা আকাশের নিচে ক্লাস নিতে হচ্ছে। অন্যদিকে আইন, সিএলসি, আইআরএস-জিআইএসসহ প্রায় ১১টি বিভাগে তীব্র শিক্ষক সংকট রয়েছে। সেশনজট নিরসনে কেন্দ্রীয় একাডেমিক ক্যালেন্ডার, শিক্ষক মূল্যায়ন, নতুন ভবন নির্মাণ ও নিয়মিত ক্লাস রুটিন বাস্তবায়নের দাবি থাকলেও তা কার্যকর হয়নি।

অতীতে প্রশ্নফাঁস ও ফলাফল জালিয়াতির অভিযোগ থাকলেও সেগুলোর কার্যকর বিচার হয়নি। 'ফলাফল পুনর্মূল্যায়ন পদ্ধতি' চালুর দাবিও বাস্তবায়িত হয়নি। ভর্তি প্রক্রিয়া অনলাইনে ■ এরপর পৃষ্ঠা ৯, কলাম ১